প্রথম আলো

তারিখ ...5 JAN 2010...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৬...

বরগুনায় দেড় লাখ সেট পাঠ্যপুস্তক ঘাটতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরগুনা ●

মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পর্যায়ে বরগুনা জেলায় প্রায় সাড়ে ১০ লাখ সেট পাঠ্যপুস্তকের চাহিদাপত্র দেওয়া হলেও গত রোববার পর্যন্ত নয় লাখ সেট পাঠ্যপুস্তক পাওয়া গেছে। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শিক্ষা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বরগুনা জেলার জন্য বরাদ্দকৃত পাঠ্যপুস্তক ভুলক্রমে বগুড়ায় চলে যাওয়ায় এখানে সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা যায়নি। নতুন শিক্ষাবর্ষে ক্লাস শুরুর পরও অনেক শিক্ষার্থী বই না পাওয়ায় তাদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান, জেলার মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল ও ভোকেশনাল শিক্ষার্থীদের জন্য ১০ লাখ ৫১ হাজার ৭৫০ সেট পাঠ্যপুস্তকের চাহিদাপত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয়। গত রোববার পর্যন্ত এই চাহিদার অনুকূলে তাঁরা নয় লাখ দুই হাজার ১৩ সেট পাঠ্যবই পেয়েছেন। এর মধ্যে ছয় লাখ আট হাজার ৬৪৩ সেট বই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তবে দাখিল শিক্ষার্থীদের জন্য এক লাখ ৮৭ হাজার ১৭০ সেট বই চাওয়া হলেও পাওয়া গেছে মাত্র ৫৪ হাজার ৯৫৪ সেট।

এ ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ছয় লাখ ৭৫ হাজার ৮৭০ সেটের বিপরীতে ছয় লাখ ৭০ হাজার ৩৩৯ সেট, ইবতেদায়ি শিক্ষার্থীদের এক লাখ ৭৬ হাজার সেটের বিপরীতে এক লাখ ৭১ হাজার সেট ও ভোকেশনাল শিক্ষার্থীদের ১২ হাজার ৭১০ সেটের বিপরীতে পাঁচ হাজার ৭১০ সেট বই পাওয়া গেছে।

পূর্ব কেওড়াবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি মজিবুল হক জানান, তাঁর মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দু-একটি করে বই দেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া এমনকি শিক্ষকেরা ঠিকভাবে পাঠদান করতে পারছেন না।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বীথিকা রায় *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা যে চাহিদাপত্র দিয়েছিলাম, তার অনুকূলে সব বই এখনো পাইনি। তবে যেগুলো হাতে পেয়েছি, তা আমরা দ্রুত বিলি করে দিচ্ছি।' ঘাটতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি এবং দ্রুত যাতে এসব বই পাঠানো হয়, সে জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছি।'